Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 53 | For private circulation only | Estd.1951 | March 2025

বিশপের পত্র || গুড ফ্রাইডে এবং ইষ্টারের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ||

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

বারাকপুর ডায়োসিসের সকল বিশ্বাসীবর্গকে মুক্তিদাতা পরিত্রাতা প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে গুডফ্রাইডে ও পুনরুত্থানের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ও সম্মান এবং প্রণাম জ্ঞাপন করছি।

পবিত্র পুণ্য শুক্রবারে আমরা প্রভু যীশু খৃষ্টের সাতটি শাশ্বতবাণী শ্রবণ ও ধ্যান করবো যাতে জাগতিক জীবনে আমরা পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি ও এই বিশ্বাস করি যে প্রভু যীশু আমার আপনার জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বর পুত্র অতএব তিনি চিরসত্য এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে জগৎবাসীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন এক নতুন প্রত্যাশা। জাগতিক মৃত্যু তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু স্বর্গের অনন্ত জীবন-প্রেম–শান্তি–আনন্দ–সুখ-পরিত্রাণ।

আসুন আমরা খৃষ্ট বিশ্বাসীগণ নতুন প্রেরণায় নতুন উৎসাহে প্রভু যীশুর সুসমাচার যেন সমাজের মানুষকে যীশু রূপে সম্মান সমাদর করি। হিংসা বিদ্বেষ দূরে যাক কেবল প্রেম শান্তি ভালোবাসা একতা ঐক্য বিরাজিত হউক।

আপনাদের সেবক
বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয় || ডায়োসিসের উন্নয়নে সহযাত্রী হন ||

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে
সুকল্যাণ হালদার
সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

পূণ্যকর্মে সহযোগিতা করেছিলেন স্বর্গত হরেন্দ্রনাথ নস্কর, স্বর্গত যাকব নস্কর, স্বর্গত তরু নস্কর, স্বর্গত সুধন্য হালদার, জোয়েল নস্কর, এবং স্বর্গত জ্যোতিষ হালদার যিনি আমৃত্যু মন্ডলীর পরিচর্য্যা করেছেন এছাড়া আমৃত্যু পরিচর্য্যা করেন স্বর্গতা টেরিজা হালদার। বর্তমানে এই পরিবারের পুত্রবধূ শ্রীমতি মুনমুন হালদার মন্ডলীর পরিচর্য্যা করছেন। এই মন্ডলী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (১৪/০৬/০৯) স্থানীয় মন্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকূল হালদার ও শ্রীযুক্ত পলাশ ঘটক (হিসাব রক্ষক) মহাশয়রা। এই মন্ডলীর প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ আর্থিক সহযোগিতা করেন বারাকপুর ডায়োসিস ও খাড়ি পাস্টোরেট এবং সমগ্র বৈদ্যপুর ও চন্ডীপুর মন্ডলীর খৃষ্ট বিশ্বাসীবৃন্দ।

সেন্ট লূক'স চার্চ, বৈদ্যপুর

গঙ্গাধরপুর (C.N.I) চার্চ

বিশপ মহাশয় এই চার্চের নাম দিয়েছেন – উইলিয়াম কেরী মেমোরিয়াল চার্চ। এই চার্চের পক্ষ থেকে উপাসনা গৃহের জন্য ছয় শতক জমি শ্যামাপদ মাইতি দান করেছেন।

গোবিন্দরামপুর (C.N.I) চার্চ

এই মন্ডলীর পক্ষ থেকে উপাসনা গৃহ নির্মাণের জন্য ২ শতক জমি হারাধন দাস দান করেছেন।

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India
Office Phone No- +913325920147; Email: tellitout@rediffmail.com
+917501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in
The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
Printer : William Carey Press, Barrackpore

সজনাবেড়িয়াতে উদ্দীপনা সভা

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপরূপে দায়িত্ব পাবার পর থেকে ডায়োসিসের অভ্যন্তরে আত্মিক জাগরণ দেখা গেছে। গত ১ ও ২ তারিখে মাননীয় বিশপের উৎসাহে ও আগ্রহে জিয়াদারগোট পাস্টোরেটের অভ্যন্তরে সজনাবেড়িয়া মন্ডলীতে। এই সভার অনুধ্যান ছিল – যারা সদাপ্রভুর উপর তাদের আশা রাখে এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে তিনি তাদের পক্ষে মঙ্গলময় (বিলাপ ৩:১৫)। বিকাল ৪:৩০ মিনিটে নগর শোভাযাত্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শোভাযাত্রা ফিরে আসার পর মাননীয় বিশপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। গান, নাটক, নৃত্য, প্রভুর বাক্য প্রচারিত হয়। মাননীয় বিশপ প্রচার করেন। পরের দিন প্রভুর ভোজের উপাসনা পরিচালনা করেন রেভারেন্ড ড. সুরোজিৎ সরকার।

ভস্মবুধবারের উপাসনা নিলেন বিশপ বাসন্তী পাস্টোরেটে

গত ৫ তারিখে মাননীয় বিশপ ভস্মবুধবারের উপাসনা নেন বাসন্তী পাস্টোরেটের অধীন তিনটি মন্ডলীতে। চোরা ডাকাতিয়া এপিফানি চার্চে সকাল ৭ টার সময়। রাণীগড় সাধু সুন্দর সিং চার্চে দুপুর ১২ টায়। মোকামবেড়িয়া সেন্ট যোষেফ চার্চে বিকাল ৫ টায়। এই তিনটি চার্চের উপাসনায় মাননীয় বিশপ প্রভুর ভোজ উৎসর্গ ও সম্পাদনা করেন এবং উপদেশ দানের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে আত্মিকভাবে তৃপ্ত করেন। এছাড়াও মাননীয় বিশপ মান্ডলীক উন্নয়ণ বিষয়ক আলোচনা করেন।

সান্ডে স্কুল প্রোগ্রাম রাঘবপুর পাস্টোরেটে

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় বারাকপুর ডায়োসিসের চিলড্রেন মিনিস্ট্রির সার্বিক উন্নয়ণ ও বিকাশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২ তারিখে রাঘবপুর সেন্ট মেরিজ চার্চে সান্ডে স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০ টার সময় রেভারেন্ড গৌতম হালদারের প্রার্থনার দ্বারা। মূল অনুধ্যান ছিল – যীশুর কাছে এসো এবং তাঁর ভালোবাসা ও অনুগ্রহে বেড়ে ওঠো। ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিকাল বেলাতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সকল প্রতিষ্ঠানের এম. সি. মিটিং হলো কৃষ্ণনগরে

মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের দায়িত্ব নেবার পর থেকে ডায়োসিস অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট উন্নয়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে তিনি নিয়মিত প্রতিষ্ঠানগুলির সময়মতো এম. সি. মিটিংএ উপস্থিত থেকে তাদের বিভিন্ন বিষয়গুলি মন দিয়ে শোনেন এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেন। সি. এম. এস হাই স্কুল, প্রাইমারী, হোস্টেল এম. সি. মিটিঙে উপস্থিত হন। এই মিটিংএ তিনি বিভিন্ন বিষয় শুনে প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেন। ঐদিন তিনি কুইন্স হাই, প্রাইমারী, হোস্টেল এম. সি. কমিটির সাথে বসেন। ঐদিন দুপুর ২টোর সময় চাপড়া সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের এম. সি-র সাথে বসেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেন।

অফিস বিয়ারার্স মিটিং করেন গোসাবা, ক্যানিং, বাসন্তী পাস্টোরেটের সাথে

গত ২ তারিখে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় একটি মিটিংএ ডায়োসিসান অফিস বিয়ারার্স ও গোসাবা পাস্টোরেট কমিটি মিলিত হয়েছিল। এই মিটিংএ আলোচিত হয় কিভাবে গোসাবা পাস্টোরেটের অভ্যন্তরে পরিচর্য্যা কাজ চলছে এবং উন্নয়ণ ঘটছে। এই বিষয়ে পাস্টোরেট কমিটি সুন্দর প্রতিবেদন পেশ করেন। অফিস বিয়ারার্স ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ঐদিন বিকাল ৪ টের সময় বাসন্তী পাস্টোরেটের কমিটির সাথে মাননীয় অফিস বিয়ারার্স মিলিত হন। পাস্টোরেট কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় বর্তমান পরিস্থিতি এবং উন্নয়ণের পরিস্থিতি। অফিস বিয়ারার্স ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। ঐদিন সন্ধ্যা ৬ টার সময় ক্যানিং সেন্ট গাব্রিয়েল মন্ডলীতে ডায়োসিসের অফিস বিয়ারার্স ক্যানিং পাস্টোরেট কমিটির সাথে মিলিত হন। পাস্টোরেট কমিটির পক্ষ থেকে বর্তমান উন্নয়ণ পরিস্থিতির বিষয়ে সার্বিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন। মাননীয় বিশপ বলেন পাস্টোরেটের রোস্টার কিভাবে বানাতে হবে। মন্ডলীর দান কোথায় জমা করা হয়। মন্ডলীর ক্যাশবুক এবং লেজারবুক সার্বিকভাবে মেইনটেইন করা হয় কিনা এই বিষয়গুলি জানতে চান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সংশোধনও করেন। এছাড়া মন্ডলীগুলির ডেভেলপমেন্টের বিষয় আলোচনা করা হয়। স্থানীয় মন্ডলীর বিভিন্ন সমস্যাও তিনি শোনেন। বিশপ মহাশয়ের প্রার্থনার দ্বারা পরিসমাপ্তি হয়।

শোলুয়া পাস্টোরেট ভিজিট করলেন বিশপ

মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের প্রতিটি পাস্টোরেট নিয়মিত ভিজিট করে তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি দেখেন এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ দিয়ে থাকেন। গত ৬ তারিখে মাননীয় বিশপ শোলুয়া পাস্টোরেটের মালিয়াপোতা মন্ডলী ভিজিট করেন।

(৭) সেন্ট স্টিফেন'স চার্চ, রাক্ষসখালী

রাক্ষসখালীর খৃষ্ট বিশ্বাসীগণ বেঙ্গল ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়নের অধীনে ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলী হিসাবে ছিল। ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পুরোহিতবর্গ মন্ডলীর পরিচর্য্যা করতেন। সেসময় স্বর্গগতঃ প্রতুল চন্দ্র আড়ি, রামচন্দ্র সরকার, সমর সরকার মহাশয় পুরোহিতগণ সুদূর ক্যানিং থেকে নদীনালা পেরিয়ে এসে মন্ডলীর পরিচর্য্যা করতেন। সেই সময়ে রাক্ষসখালী ব্যাপ্টিস্ট চার্চের নেতৃত্ব দিতেন ১। স্বর্গীয় পুরোহিত নীরদ বরন নেয়ে। ২। সভাপতি স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ আড়ং ৩। সম্পাদক শ্রী মহিতোষ মাঝি ৪। কোষাধ্যক্ষ স্বর্গীয় দানিয়েল নেয়ে। যখন বেঙ্গল ব্যাপ্টিস্ট ইউনিয়নের ভাঙা-ভাঙা অবস্থা, তখন প্রতুল বাবু, রাম বাবু, সমর সরকার পুরোহিতগণ চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার পুরোহিত হিসাবে যোগদানের ফলে রাক্ষসখালী মন্ডলী পুরোহিতের পরিচর্য্যা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল, তখন রাক্ষসখালী মন্ডলীর কর্মকর্তাগণ আলোচনা করলেন ও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে রাক্ষসখালী মন্ডলীর ব্যাপ্টিস্ট হিসাবে যত সভ্য পরিবার আছে সকলেই চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যোগদান করবে। সকল কর্মকর্তাগণ একমত হয়ে রেজোলিউশন করলেন ও স্বাক্ষর করলেন, এরপর বারাকপুর ডায়োসিসের তৎকালীন বিশপ ড. দীনেশ চন্দ্র গরাই মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব বর্তালো চার্চ সম্পাদক মহিতোষ মাঝির ওপর। মন্ডলীর সকল সভ্য-সভ্যা দ্বারা স্বাক্ষরিত আবেদন ও যোগদানের সম্মতির রেজোলিউশনের অবিকল নকল মহামান্য বিশপ মহাশয়ের নিকট পেশ করলেন। মহামান্য বিশপ মহাশয় আবেদনে সাড়া দিতে বিলম্ব করলেন না। তিনি পত্রদ্বারা জানালেন তৎকালীন খাড়ি পাস্টোরেটের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত স্বর্গীয় সারদা প্রসাদ নাড়ু মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি আরো জানালেন পাদ্রী বাবু পরিচর্য্যা দেবেন এবং তিনি যেকোন একসময় এসে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করবেন। তারপর ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলীর কর্মকর্তাগণ অর্থাৎ ১। আচার্য্য নীরদ বরন নেয়ে। ২। ইন্দুভূষণ আড়ং। ৩। কৃত্তিবাস আড়ং ৪। শ্রী মহিতোষ মাঝি ৫। স্বর্গীয় দানিয়েল নেয়ে সকলে খাড়ি প্রিষ্ট কোয়ার্টারে গিয়ে সারদা বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। পাদ্রীবাবু নির্ধারিত Assesment জমা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। পাঁচজনের উপস্থিতিতে Assesment এর টাকা জমা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে ১১টি পরিবার বসে স্থির করেছিল চিরদিন তো অপরের বাড়ীতে উপাসনা করা যাবে না। তাদের একটি নিজস্ব উপাসনালয় প্রয়োজন। স্বর্গীয় নীরদ বরন নেয়ে মহাশয় স্বইচ্ছায় দশ কাঠা জমি গীর্জার জন্য দান করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। সভ্যরা আলোচনা করে স্থির হলো যে প্রত্যেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করবে ও নিজেদের শ্রম দিয়ে গীর্জাঘর তৈরী করে নেবে। এরপর তারা বিশপ মহাশয়কে পত্র লিখলো যে তাদের কোন দানধ্যানের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রয়োজন পুরোহিতের পরিচর্য্যা। কেননা বহুদিন 'প্রভুর ভোজ' পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত। এছাড়া তাদের মতো করে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি দিয়ে গীর্জাঘর করে নেবে ও সেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে। এর উত্তরে বিশপ মহাশয় জানালেন তিনি পরিদর্শনের জন্য ডায়োসিস থেকে পাঁচজনকে পাঠাবেন। তারা যদি পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে গ্রহণ করার মতো যোগ্য মনে করেন তবেই তিনি গ্রহণ করতে পারবেন। একদিন ডায়োসিস থেকে পাঁচজন এসে হাজির। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় অরুনোদয় মন্ডল, স্বর্গীয় অশোক বিশ্বাস ও আরো তিনজন। কয়েকদিন পরেই বিশপ মহাশয় চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া মন্ডলীতে গ্রহণ করেছেন এই মর্মে পত্র দিলেন এবং তৎকালীন খাড়ি পাস্টোরেটের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত স্বর্গীয় হর্ষবর্ধন বিশ্বাস মহাশয়কে রাক্ষসখালী মন্ডলীর পরিচর্য্যা দেওয়ার আদেশও তিনি দিয়েছেন। তখন যাতায়াতের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। নদীতে দাঁড় পালের নৌকা। বহু কষ্টে বিশপ ড. দীনেশ চন্দ্র গরাই রাক্ষসখালীতে পৌঁছালেন। তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখলেন। এছাড়া তিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করলেন। দুইদিন রাক্ষসখালীতে ছিলেন। গীর্জাঘর ও কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করলেন। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভার পর তিনি সেই সভায় বললেন যে তিনি রাক্ষসখালীর জন্য দুই বিঘা জমি ক্রয় করে দিতে চান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তা যদি হয় তোমরা ঐ জমি নিয়ে কী করবে। মন্ডলী বললো যে চাষ করে সমূহ টাকা চার্চের কাজে লাগাবে। নীরদ বাবু তিনি সোৎসাহে দুই বিঘা জমি বিক্রয় করবেন আশ্বাস দিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে যথারীতি দুই বিঘা জমি চার্চের নামে ক্রয় করা হয়েছিল। ঐ সভায় স্বর্গীয় নীরদ বরন নেয়ে মহাশয়কে চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার পুরোহিত হিসাবে গ্রহণ করার ঘোষণা করা হয়। এছাড়া রাক্ষসখালী মন্ডলীকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঐ সভায় বিশপ মহাশয় গৃহীপ্রচারক হিসাবে ডায়োসিসের "ব্যাজ" প্রদান করে মন্ডলীর উপাসনা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন।

(৮) সেন্ট লুক'স চার্চ, বৈদ্যপুর

১৯৩২ খৃ: এই মন্ডলীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিল কয়েকজন শুভ চিন্তক খৃষ্ট বিশ্বাসী মানুষেরা। তারা হলেন ভূমিদাতা স্বর্গত দুধকুমার ঘটক ও তাঁর পুত্রদ্বয় স্বর্গত দীনেশ ঘটক ও শ্রী দীলিপ কুমার ঘটক। বলাবাহুল্য এই

পরিধি বৃদ্ধির জন্য স্বর্গীয় সিমন মন্ডল, প্রভাস পুরকাইত, বনমালি প্রধান মহাশয়ের কাছ থেকে জমি ক্রয় করা হয়। স্বর্গীয় সুপিন চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের দান করা সতেরো শতক জায়গার উপর প্রথম উপাসনালয় গড়ে ওঠে এবং স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ হাজরা মহাশয়ের দান করা সাড়ে ষোলো শতক জায়গার উপর চার্চের কবরবাড়ি গড়ে উঠেছে। প্রথম অবস্থায় কয়েক ঘর খৃষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে মাটির গীর্জাঘরে উপাসনা শুরু হয় ১৯৬৩ খৃ:। পরবর্তীতে মাটির গীর্জাঘর ভেঙে যাওয়ায়, তৎকালীন বিশপ ড. দীনেশ চন্দ্র গরাই মহাশয়ের উদ্যোগে ইটের পাকা গীর্জাঘর তৈরী করা হয়। এরপর বিশপ ব্রজেন মালাকার মহাশয়ের সময়ে গীর্জাঘরটি দ্বিতীয়বার নতুন করে পুনঃসংস্কার করা হয়। বর্তমানে এই চার্চে ১২১ ঘরের অধিক সদস্য রয়েছে। চার্চটিতে প্রতি রবিবার সানডে স্কুল পরিচালিত হয়। এছাড়া মহিলা সমিতি ও যুব সমিতির মন্ডলীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।

(৫) সেন্ট পিটার্স চার্চ, জটা তারক

১৯৬৫ খৃ: আগে এই সমস্ত ব্যক্তি খাড়ি মহামায়া থেকে জটা তারকে আসেন, তখন এরা সবাই প্রভু যীশুর বিশ্বস্ত অনুগামী ছিল। এরা এসে প্রথমে জটা বরদানগর গীর্জায় উপাসনা করতে যেতেন। পরবর্তীকালে স্বর্গীয় সুধাংশু দোলুইয়ের সহযোগিতায় নিজের জমির উপর একটি মাটির গীর্জাঘর স্থাপন করেছিল। তখন ১৯৭৭ খৃ:, তখন উপাসনা নিতেন জিতেন মল্লা। মন্ডলীর যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতেন স্বর্গীয় সুধাংশু দোলুই। পরবর্তীকালে পাকা গীর্জাঘর তৈরী হয়, তখন মন্ডলীর সম্পাদক ছিলেন সুশীল মন্ডল এবং পুরোহিত ছিলেন রেভারেন্ড মিরণ মন্ডল। এদের সহযোগিতায় পাকা গীর্জাঘরটি সম্পূর্ণ হয়। যখন গীর্জাঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১২ জন। বর্তমানে ২০২৪ খৃ: এসে সদস্য সংখ্যা ১২০ জন আছে।

(৬) সেন্ট জনস্ চার্চ, জটা মন্দির

সম্ভাব্য ১৯১০ খৃ: আদি ব্রাহ্মণ শ্রী ফিলিপ শিকারী (নাথ) মহাশয় তিনি তাঁর আদি বাড়ি আঁধারমানিক ঝিংকি থাকাকলীন খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করেন। কিন্তু বাড়িতে কেউ না মেনে নেওয়ার জন্য ও তাঁর কর্মসূত্রে তিনি বাঘ শিকারে পটু থাকাতে তাঁকে সরকার পক্ষ থেকে জটার মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এখানে এসে বাঘ শিকারের সাথে সাথে খৃষ্টধর্মও প্রচার করতেন। তখন সবাইকে উপাসনার জন্য খাড়ি পাস্টোরেটে যেতে হত। এরপর তিনি গীর্জার জন্য জমি দান করেন। গীর্জাটি প্রথমে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনি ছিল। শুরুতে একটি পরিবার ছিল। যেহেতু তিনি বাঘ শিকারী ছিলেন তাই তাঁর পদবী পরিবর্তন করেন। এখানে থাকাকালীন সরকার ফিলিপ নাথের পদবী 'নাথ' থেকে শিকারী পদবী লিপিবদ্ধ করে। তাই সবাই গীর্জাঘরটিকে শিকারীদের উপাসনালয় বলে।

সেন্ট পিটার্স চার্চ, জটাতারক

সেন্ট জন'স চার্চ, জটামন্দির

সেন্ট স্টিফেন'স চার্চ, রাক্ষসখালি

মেমোরিয়াল সার্ভিশে যোগ দেন বিশপ

গত ৬ তারিখে মাননীয় বিশপ শোলুয়া পাস্টোরেটের বালিউড়া মন্ডলীতে যান এবং সেখানে ঐ মন্ডলীর সভ্য স্বর্গীয় বানে মন্ডলের চল্লিশ দিনের পরলৌকিক সভাতে যোগ দেন এবং গান প্রার্থনা আত্মিক উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে শান্তি দান করেন।

বিশপ ভিজিট করলেন SSS করিমপুর

মাননীয় বিশপ ডায়োসিসান স্কুলগুলির উন্নতিকল্পে নিয়মিতভাবে স্কুলগুলি ভিজিট করে থাকেন। গত ৭ তারিখে মাননীয় বিশপ এবং স্কুল সম্পাদক রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল SSS করিমপুর ভিজিট করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ক্যানিং- এ মহিলা শিবির হলো

মাননীয় বিশপ মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় বারাকপুর ডায়োসিসের মহিলা সমিতির পরিচালনায় গত ৮-৯ তারিখে সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ক্যানিং সেন্ট গাব্রিয়েল মন্ডলীতে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং ও বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রী রাঘব নায়েক (Sec. CDTA) এবং কলকাতা ডায়োসিসের মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসি মেম্বার। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্য, সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় মহিলা সমিতির মায়েরা। বিশপ ক্যানিং তার মূল্যবান বক্তব্যতে বলেন – মন্ডলীতে মায়েদের ভূমিকা এবং মায়েদেরকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উৎসাহিত করেন। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী তার বক্তব্যদানের মাধ্যমে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করেন। যাতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা যায়। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় দিন প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ চক্রবর্তী। এরপরে কুইজ প্রতিযোগিতা হয় এবং সকলদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পরে সম্মেলন শেষ হয়।

প্রিন্সিপাল কনভেনশন

গত ১৫ তারিখে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও পরিচালনায় গ্রুপ অফ সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের সকল প্রিন্সিপালদের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হলো দমদম সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের উইলিয়াম কেরী হলে। এখানে মাননীয় বিশপের দ্বারায় মিটিং এর শুভ সূচনা হয়। মিটিং এ আলোচিত হয় স্কুল যাতে সুষ্ঠভাবে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। সার্ভিশ রুলস্ অনুযায়ী স্কুল চলবে। প্রিন্সিপালগণ যাতে পজিটিভ ভাবনায় জাস্টিস সহ স্কুল চালায়। সেন্ট্রাল ইভালুয়েশন টিম বা মনিটারিং টিম তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রিন্টিং ওয়ার্ক সেন্ট্রালি হবে প্রভৃতি।

রাঘবপুর পাস্টোরেটের লে-লীডার্স ট্রেনিং

আমাদের মহামান্য বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও রাঘবপুর পাস্টোরেটের উদ্যোগে এবং পরিচালনায় গত ১৬ তারিখে লে-লীডার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো। অনুধ্যান ছিল – "আমার মেষগণকে পালন কর" যোহন ২১ অধ্যায় ১৬ পদ। মাননীয় বিশপ বলেন – পুলপিঠে দাঁড়িয়ে যেন অন্যকে আঘাত না করি। প্রকৃত বাক্যকে তুলে ধরি। মূল লক্ষ্য মন্ডলীকে গেঁথে তোলা, ভেঙে না ফেলি। অন্যান্য মিশনের ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে সচেতন থাকতে হবে। বিশ্রামবার শনিবার ও প্রভুর বিজয়ের দিন রবিবার এর পার্থক্য ও তাৎপর্য বিষয়ে বলেন এছাড়া আরো খুব জরুরী বিষয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা দেন।

তিনটি স্কুলের এম. সি. মিটিং হলো

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়েছে। গত ১৬ তারিখে এম. সি. মিটিং অনুষ্ঠিত হলো এস. এস. এস. সোনারপুর, চম্পাহাটি, বারুইপুর বেলা ২ টোর সময়। এই মিটিং এ মাননীয় বিশপ স্কুলগুলির বিভিন্ন বিষয় মন দিয়ে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

জয়েন্ট ক্লার্জি অনুষ্ঠিত হলো

গত ১৭ এবং ১৮ তারিখে কলকাতা ডায়োসিস এবং বারাকপুর ডায়োসিসের জয়েন্ট ক্লার্জি অনুষ্ঠিত হলো বড়িশা অক্সফোর্ড মিশনের চ্যাপেলে। প্রথম দিন মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং সেশন নেন এবং তিনি চার্চ পরিচালনা ও সার্ভিশ পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা দেন। দ্বিতীয় দিন কেবলমাত্র বারাকপুর ডায়োসিসের নিজস্ব ক্লার্জি অনুষ্ঠিত হয়। ডয়োসিসের পাস্টোরেট ও মন্ডলী পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

উদ্দীপনা সভা হলো পানাকুয়াতে

গত ২২ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় রাঘবপুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত পানাকুয়া মন্ডলীতে অনুষ্ঠিত হলো খৃষ্টীয় উদ্দীপনা সভা। সন্ধ্যা ৬ টার সময় মাননীয় বিশপ এই সভার উদ্বোধন করেন এবং গান প্রার্থনা উপদেশের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে আত্মিকভাবে তৃপ্ত করেন।

গোসাবাতে নির্জন পর্ব

গত ২১শে মার্চ মাননীয় বিশপের উদ্যোগে গোসাবা পাস্টোরেটের সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চে নির্জন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিশপ উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে গান প্রার্থনা উপদেশের মাধ্যমে আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর শেষ হয়।

ঝাঝরাতে মহিলা সম্মেলন

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও সুপরিচালনায় গত ২৫ তারিখে ঝাঝরা পাস্টোরেটে একদিনের মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিশপ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং তিনি গান প্রার্থনা মূল্যবান উপদেশ "পৃথিবীতে কারোর জন্ম সংবাদ আগাম ঘোষণা হয়নি, একমাত্র যীশু বাবার জন্ম সংবাদ ছাড়া"। এই উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে উপস্থিত মায়েদের মান্ডলীক কাজে উৎসাহিত করেন। দুপুরের আহারের পরে সম্মেলন শেষ হয়। কেওড়াপুকুর, জিয়াদারগোট, ঝাঝরা, রাঘবপুর, মেটিয়াব্রুজ, মগরাহাট, গাঙরাই পাস্টোরেট থেকে ১৮০জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক সহযোগিতা করেন রেভারেন্ড মীরণ মন্ডল।

সেন্ট স্টিফেন্স চার্চের উপাসনায় বিশপ

গত ২৯ তারিখে ঝাঝরা পাস্টোরেটের সেন্ট স্টিফেন্স চার্চে কীর্তন অনুষ্ঠানের পূর্বে পবিত্র উপাসনায় মাননীয় বিশপ যোগ দেন এবং গান কীর্তন এর উপর মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে আত্মিকভাবে উজ্জীবিত করেন। সহযোগিতা করেন পি আই সি রেভারেন্ড মীরণ মন্ডল।

UCPI মিটিঙে যোগ দেন বিশপ

গত ২৫-২৭ তারিখ পর্যন্ত UCPI এর মিটিং অনুষ্ঠিত হলো ব্যাঙ্গালোরে। মাননীয় বিশপ সহ রেভারেন্ড মীরণ মন্ডল এই মিটিং এ যোগ দেন।

বালিউড়া সেন্ট মার্ক'স চার্চে নির্জনধ্যান

গত ২৮ তারিখে মহাউপবাসকালে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাউপবাসকালের অনুতাপ ও মহাচেতনায় ভক্তমন্ডলীকে আত্মিক ও শারীরিকভাবে শুচী-শুদ্ধ পবিত্র করার জন্য তিনি বালিউড়া সেন্ট মার্ক'স চার্চের সভ্য-সভ্যাদের নিয়ে উপাসনাগৃহে মিলিত হন নির্জন ধ্যানের পবিত্র উপাসনায়। মাননীয় বিশপ গান প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে সমৃদ্ধ করেন। সহযোগিতা করেন রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল, রেভারেন্ড স্বপন মন্ডল, রেভারেন্ড অমিতাভ সরকার।

গাঙরাই পাস্টোরেটে উদ্দীপনা সভা

গত ২৯ তারিখে গাঙরাই পাস্টোরেটের বিবিরচক মন্ডলীতে উদ্দীপনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। মাননীয় বিশপ এই সভায় প্রভুর বাক্য প্রচার করেন ও মন্ডলী স্বরূপ মায়ের বস্ত্র কি ? প্রকা: ১৯:৮ অনুযায়ী উপস্থিত ভক্তমন্ডলীকে আত্মিকভাবে বলিয়ান করেন। সহযোগিতা করেন পি আই সি রেভারেন্ড মানস কুমার রঙ।

SSS করিমপুরের নতুন প্রিন্সিপাল

গত ২৮শে মার্চ করিমপুর সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলে দুটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে নতুন শিক্ষাবর্ষের শুভারম্ভ উপলক্ষে মাননীয় বিশপের আশীর্বাদ দান। এই উপলক্ষে সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল শিকারপুর (বাংলা মাধ্যম) এবং করিমপুর ইংরাজী মাধ্যম একত্রে মিলিত হয়েছিল। মাননীয় বিশপ এই অনুষ্ঠানে গান প্রার্থনা উপদেশের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুলস্টাফদের উজ্জীবিত করেন। স্কুল সেক্রেটারী রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল প্রার্থনা করেন। অপর অনুষ্ঠানটিতে নতুন অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল মিস মনিদীপা মন্ডলকে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ইনস্টল করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্কুল সম্পাদক আচার্য্য অরবিন্দ মন্ডল মহাশয়।

খাড়ি পাস্টোরেটে উদ্দীপনা সভা

মাননীয় বিশপের আত্মিক উৎসাহে ডায়োসিসের বিভিন্ন মন্ডলীতে আত্মিক উদ্দীপনার জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। গত ৩০ তারিখে খাড়ি পাস্টোরেটের বামুনের চক মন্ডলীতে খুব সুন্দর পবিত্রভাবে উদ্দীপনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিশপ গান প্রার্থনা ও মূল্যবান উপদেশে বলেন - মন্ডলী কী, মন্ডলী কারা এবং মা স্বরূপ মন্ডলীর বস্ত্র কি ? পবিত্র উপদেশের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে মাননীয় বিশপ উদ্দীপিত করেন।

১৮। B. আমাদের খাড়ি পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।। জনসন সন্দীপ

খাড়ি পাস্টোরেট ভেঙ্গে আরো দুটি নতুন পাস্টোরেট হতে চলেছে – কাকদ্বীপ এবং পঞ্চম খন্ড। প্রস্তাবিত কাকদ্বীপ পাস্টোরেটের অন্তর্গত ৪টি মন্ডলী হচ্ছে – রাক্ষসখালী, বৈদ্যপুর, গঙ্গাধরপর উইলিয়াম কেরী মেমোরিয়াল চার্চ, গোবিন্দপুর সি এন আই চার্চ । প্রস্তাবিত পঞ্চম খন্ড পাস্টোরেটের অন্তর্ভুক্ত ৩টি মন্ডলী হচ্ছে – বরদানগর, জটা তারক, জটা মন্দির। প্রস্তাবিত কাকদ্বীপ পাস্টোরেটের কাজ দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন রেভারেন্ড পবিত্র ঘোষ। পঞ্চম খন্ড বর্তমানে ইভানজেলিস্ট মৃধাঙ্কর মন্ডল রেভারেন্ড বিশ্বজিৎ মন্ডলের সহকারী হয়ে দেখাশোনা করছেন।

(৪) সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ, বরদানগর

বরদানগর সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ বারাকপুর ডায়োসিসের অধীন ও খাড়ি পাস্টোরেটের অন্তর্গত একটি প্রাচীন চার্চ। ১৯৬৩ খৃ: চার্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটি একটি অ্যাঙলিকান চার্চ ছিল। তখন স্বর্গীয় জিতেন মোল্লা মহাশয় প্রথম ক্যাটেখিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ১৯৭০ খৃ: পর চার্চটি চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৩ খৃ: স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ হাজরা ও স্বর্গীয় সুপিন চন্দ্র হাজরা মহাশয় উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জমি বারাকপুর ডায়োসিসকে দান করেন। এছাড়া পরবর্তীকালে চার্চের

সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ, বরোদানগর